57

ভোরের কাগজ

তারিখ 06 SEP 1998
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা ❑ ধর্ষণের তদন্ত রিপোর্ট ১৩ সেপ্টেম্বর

বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতাদের হাতে ছাত্র প্রহৃত, রাতভর উপাচার্য ঘেরাও

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, জা.বি. প্রতিনিধি : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত নেতাদের হাতে কয়েকজন ছাত্র প্রহৃত হলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা গত শুক্রবার রাতভর উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে রাখে। নির্ঘুম রাত কাটিয়ে গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে তারা ঘেরাও প্রত্যাহার করে নেয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবিতে নতুন করে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে কর্মবিরতি পালনের কর্মসূচি দিয়েছে। এদিকে ছাত্রী ধর্ষণ ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত নেতাদের হাতে ছাত্রদের প্রহারের শিকার হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গত শুক্রবার বিকাল থেকে গতকাল সকাল ১০টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে রাখে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে এ সময় সোচ্চার থাকে।

ছাত্রছাত্রীদের ঘেরাওয়ের মুখে রাত ১১টার দিকে উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ কামাল উদ্দিন হলে যেখানে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে সেখানে সরেজমিন পরিদর্শনে যান। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন এবং এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তাদের আশ্বস্ত করেন।

উপাচার্য ছাত্রছাত্রীদের সংযত আচরণ করার জন্য অনুরোধ করেন। গতরাতে কতিপয় ছাত্র তার সঙ্গে অশোভন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় এবং বিকালে কয়েকটি গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নেওয়ায় তিনি এ অনুরোধ জানান। উপাচার্য কর্মরত সাংবাদিকদেরও সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান। প্রশাসনিক ভবন ও যানবাহন ভাঙচুর সম্পর্কিত প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, শিক্ষিকা লাঞ্ছনার দায়ে দুজন ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ ঘোষণার পর ঐ ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে স্লোগানের মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। তারা প্রশাসনিক ভবন ও যানবাহনের কোনো ক্ষতিসাধন করেনি। উপাচার্য জোর দিয়ে বলেন, শিক্ষিকা লাঞ্ছনার দায়ে যতো দ্রুত অভিযুক্তদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে সেরকম নজির এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। তিনি বলেন, শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচার হয়েছে এবং ধর্ষণকারীদেরও কঠোর শাস্তি পেতে হবে।